সত্য-সত্যই তিনি পদ্মবনকে উপেক্ষা ক'রে শেওলায় খেলা করেছিলেন নাকি? —'কেলিমু' বলতে তাই তো বোঝাচ্ছে। মধু অবরণীয়কে বরণ ক'রে শেওলায় তো খেলা করেন নাই; কাজেই 'অবরেণ্যে বরি'-র সঙ্গে 'কেলিমু শৈবালে'-র অর্থাৎ দুটি বাক্যাংশরূপ বস্তুর সম্বন্ধটা অসম্ভব। স্তোতনা এই: (বরেণ্যকে অবহেলা ক'রে) অবরেণ্যকে বরণ করা ('পদ্মবন'কে ভুলে) 'শৈবালে কেলি' করার সাদৃশ। অলঙ্কার **নিদর্শনা**। 'বরি' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার বলে বাক্য সহজেই একটি।

(v) 'আসল সীতায় বনে দিয়ে
বক্ষে ধরি সোনার সীতা,
নির্ঋরিণী ত্যজি হে রাম
মরীচিকার হ'লে মিতা।'—শ. চ.

—বিশ্লেষণ ঠিক আগেরটির মতন। এখানে দুটি উপমেয় ('আসল সীতা', 'সোনার সীতা'), যথাক্রমিক দুটি উপমান ('নির্ঋরিণী', 'মরীচিকা'); বনে প্রেরণ আর বক্ষে ধারণ বিম্ব এবং ত্যাগ আর মিত্রতা এদের যথাক্রমিক প্রতিবিম্ব। (বনে) 'দিয়ে' আর 'ধরি' অসমাপিকা ক্রিয়া—বাক্য এক।

(vi) "কিম্বা কণ্টকিত, হায়! যে বিধি করিল
গোলাপকমল,
সে বিধি পাষাণমনে দহিতে সুকবিগণে
কবিত্ব-অমৃতে দিলা দারিদ্র-অনল"—নবীনচন্দ্র।

—'কমল' পর্য্যন্ত একটি এবং 'অনল' পর্য্যন্ত একটি এই দুটি উপবাক্যকে 'যে-সে' একবাক্যে পরিণত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে বিধাতা স্রষ্টা, গোলাপফুলে কাঁটা আর কবির দারিদ্র্য তাঁর পরস্পরনিরপেক্ষ দুই স্বতন্ত্র সৃষ্টি, এই দুই বস্তুর মধ্যে কোনো সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু পর্য্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে দুইয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে—কবিত্ব-অমৃতে দারিদ্র্য-অনল (মধুভরা) গোলাপকমলে কাঁটার মতো। লক্ষণীয় যে কাঁটা ফুলে থাকে না, থাকে ফুল প্রসব করে যে সেই গাছে, তেমনি দারিদ্র-অনল কবিত্ব-অমৃতে থাকে না, থাকে তার স্রষ্টা কবির জীবনে। শুধু 'যে সে' থাকলেই নিদর্শনা হয় না। —'যে বিধি সৃজিল ব্যোম সমীর অনল, সেই বিধি সৃজিয়াছে জল আর স্থল' অলঙ্কারহীন। আমাদের উদাহরণটি তো এমন নয়।

(vii) 'সহজসুষমাময়ী এই তনুখানি
তপঃকুশল করিবারে **যেবা** চায়,
নীলোৎপলের পত্রের ধারা হানি
চাহে **সেই ঋষি** ছেদিতে শমীলতায়।'—শ. চ.

(এটি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের

"ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু-
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং **য** ইচ্ছতি।
ধ্রুবং **স** নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি ॥"—

কবিতার বঙ্গানুবাদ।)

বিশেষ এক আলোচনার উদ্দেশ্যে নিদর্শনার এই বিখ্যাত উদাহরণটিকে এখানে স্থান দিলাম। আলোচনাটি এই—

কালিদাসের এই কবিতাটির **ছায়ামাত্র** নিয়ে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের এক জায়গায় লিখেছেন :

"অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখরণে? **ফুলদল দিয়া**
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলীতরুবরে?"

রায়বাহাদুর দীননাথ সান্যাল মহাশয় তাঁব সম্পাদিত মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় নিদর্শনা অলঙ্কারের উদাহরণরূপে—

"ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলীতরুবরে?"—

মাত্র এইটুকু উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন, "এখানে বীরবর বীরবাহু ও শাল্মলী-তরুবরের পতনে সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য ফুলদলে কর্ত্তনশক্তি (এই অবাস্তব ধর্ম্ম) আরোপ করা হইয়াছে।"

'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'-র প্রথম সংস্করণে আমি এটিকে নিদর্শনার উদাহরণ ব'লে গ্রহণ করতে পারি নাই প্রধানতঃ দুটি কারণে—(১) উদ্ধৃত অংশটুকুতে রয়েছে শুধু উপমান ; এ অবস্থায় নিদর্শনা হয় না ; (২) 'অমরবৃন্দ' থেকে 'তরুবরে' পর্য্যন্ত সবটুকু উদ্ধৃত করলেও নিদর্শনা হয় না, যেহেতু 'ফুলদল' হ'তে 'তরুবরে' পর্য্যন্ত অংশটি ছেঁটে বাদ দিয়ে দিলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে ওটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বাক্য ব'লে ; নিদর্শনায় এরকম হয় না।

কিন্তু 'কাব্যশ্রী' গ্রন্থে সুধীরকুমার 'অমরবৃন্দ' থেকে 'তরুবরে' পর্য্যন্ত সবটুকু উদ্ধৃত ক'রে মন্তব্য করেছেন,—"এখানে দুইবাক্যগত নিদর্শনা।.....বস্তুসম্বন্ধ অসম্ভব—কারণ, ফুলদল দিয়া শাল্মলীতরুবরের ছেদনের প্রশ্ন উঠে না।"

তাঁর এই সিদ্ধান্ত এবং অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের ব্যাখ্যা কোনোটিই ঠিক নয়। এখানে বাক্যদুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন; শেষের বাক্যটি অনায়াসে বর্জ্জন করা চলে। **আপাতদৃষ্ট দুই বাক্য অর্থপরিণামে একবাক্যে পর্য্যবসিত না হ'লে অর্থাৎ তথাকথিত বাক্যদুটির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন না থাকলে নিদর্শনা হয় না।** এখানে সে বন্ধন একেবারেই নাই; কারণ, বীরবাহুকে বধ করার **কর্ত্তা 'রাঘব ভিখারী'** এবং শাল্মলীতরুবরকে কাটার **কর্ত্তা বিধাতা**—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি বাক্য। সাদৃশ্য নিশ্চয়ই আছে—বীরবাহু শাল্মলীতরুবরের সদৃশ, **রাঘব ভিখারী ফুলদলের সদৃশ**; কিন্তু **লক্ষণীয় যে প্রথম বাক্যের কর্ত্তা 'রাঘব ভিখারী' দ্বিতীয় বাক্যের কর্ত্তা বিধাতার হাতে করণকারকে পরিণত হয়েছে** ('ফুলদল দিয়া'—দিয়া=দ্বারা)। **এ অবস্থায় নিদর্শনা হয় না; সুতরাং 'এখানে নিদর্শনা' বলা ভুল। নিদর্শনায় কারক-সাম্য একটি মূল্যবান্ লক্ষণ।** রুয্যকের 'অলঙ্কার-সর্ব্বস্ব' গ্রন্থে উদ্ধৃত নিদর্শনার একটি উদাহরণের অলঙ্কার-ব্যাখ্যাটি আমাদের কাজে লাগবে ব'লে তার মুক্ত বাঙলা অনুবাদ দিলাম:

(viii) 'অলক্তে রঞ্জিছ এই যে সযত্নে
তোমার চরণ-নখ-রত্নে,
এ তো, সখী, চন্দনপঙ্কে
করিছ শুভ্র তুমি রাকামৃগ-অঙ্কে।'—শ. চ.
(রাকামৃগাঙ্ক=পূর্ণিমার চাঁদ)

রুয্যক বলছেন, অলঙ্কার এখানে নিদর্শনা, কারণ প্রকৃতের উপর অপ্রকৃতের অধ্যারোপ হওয়ায় দুটিতেই বিভক্তিপ্রয়োগ একইভাবে হয়েছে। ব্যাখ্যাকার সমুদ্রবন্ধ এই কথাটিকে বিশদ করেছেন—**প্রকৃতে (উপমেয়ে) অলক্ত করণকারক, চরণনখরত্ন কর্ম্মকারক, রঞ্জিত করা ক্রিয়া এবং অপ্রকৃতে (উপমানে) চন্দনপঙ্ক করণকারক, মৃগাঙ্ক কর্ম্মকারক, (শুভ্র) করা ক্রিয়া।** (এই) **যে** আর **এ** (তো) প্রকৃত অপ্রকৃত বাক্যদুটিকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ক'রে একবাক্যে পর্য্যবসিত করেছে। **সুধীরকুমারের উদ্ধৃতিতে নিদর্শনা নাই।**

এইবার **অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের কথা ঃ**

ফুলের পাপড়ি দিয়ে শিমুলগাছ কাটা যে অসম্ভব একথা সবাই জানে। কিন্তু **অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিভাষায় ফুলের পাপড়ির সঙ্গে শিমুলগাছ কাটার আজগবী সম্পর্কের নাম অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ নয়। প্রকৃতের (উপমেয়ের) সঙ্গে অপ্রকৃতের (উপমানের) অসম্ভব সম্বন্ধের নাম অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ** ('রাই কিশোরী' ইত্যাদি প্রথম উদাহরণটির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের দীননাথকৃত ব্যাখ্যাই সুধীরকুমার গ্রহণ করেছেন। দীননাথও ফুলদলে কর্ত্তনশক্তির আরোপকেই অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ মনে করেছেন। সুধীরকুমার তাঁর দ্বিতীয় উদাহরণটির ('ভবভোগে গেল' ইত্যাদি) ব্যাখ্যাতেও এই একইভাবের কথা বলেছেন—**"বস্তুসম্বন্ধ অসম্ভব, চিন্তামণি কেহ কাচমূল্যে বেচে না।"** 'কাব্যপ্রদীপ' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বৈদ্যনাথ বলেছেন, বস্তুদ্বয়ের অর্থাৎ পূর্ব্বার্দ্ধ আর অপরার্দ্ধের (প্রকৃতে-অপ্রকৃতে) যে সম্বন্ধ বা অন্বয়, তার নাম বস্তুসম্বন্ধ—"বস্তুসম্বন্ধ ইতি। বস্তুনোঃ পূর্ব্বার্ধাপরার্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ অন্বয়ঃ"। যেখানে আপাতদৃষ্টিতে দুটি বাক্য, সেখানে তাদের আমি বলেছি **উপবাক্য**, কাব্যপ্রদীপে গোবিন্দঠাকুর বলেছেন **"অবান্তরবাক্য"**।

মালা নিদর্শনায় এই অবান্তরবাক্যের অর্থাৎ উপবাক্যের সংখ্যা দুইয়ের বেশী; কিন্তু ফলশ্রুতি একবাক্যের। নিদর্শনাব উদাহরণ শেষ ক'রে 'দৃষ্টান্ত' আর 'নিদর্শনা'র তুলনামূলক আলোচনা করব; একবাক্যের রহস্যটি সেখানে আরও পরিস্ফুট হবে।

এইবার আমাদের সপ্তম উদাহরণ (vii 'সহজসুষমা' ইত্যাদি)। এখানে 'যে—সেই' (ঋষি) উপবাক্যদুটিকে একবাক্য করেছে। যে ঋষি কণ্ব কোমলাঙ্গী তন্বী শকুন্তলাকে কঠিনকঠোর তপশ্চরণের যোগ্যা ক'রে তুলতে চাইছেন তিনি নিশ্চয়ই নীলোৎপলের পাপড়ি দিয়ে শমীবৃক্ষ ছেদন করতে চাইছেন **না**।

সহজসুষমাময়ী তনুকে তপস্যার যোগ্য করা আর নীলপদ্মেব পাপড়ি দিয়ে শমীবৃক্ষ ছেদন করা যথাক্রমে প্রকৃত বস্তু আর অপ্রকৃত বস্তু। কিন্তু দুটির মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন তো বাচ্যার্থের পথে সম্ভব নয়। এই অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধই পরিষ্কার ক'রে দিলে ব্যঞ্জনার পথ। দেখা গেল—**অতিকোমলতাসুকুমারতার ভিত্তিতে** 'সহজসুষমাময়ী তনু' আর 'নীলোৎপলের পত্রের ধারা' যথাক্রমে উপমেয়-উপমান, আবার **অতিকাঠিন্যের ভিত্তিতে** 'তপঃকুশলতাসাধন' আর

'শমীলতাছেদন' যথাক্রমে উপমেয়-উপমান। **ফলশ্রুতিতে যে একবাক্যগত উপমাটি** পরিকল্পিত হ'ল সেটি হচ্ছে—**কণ্বঋষি চাইছেন নীলোৎপল-পত্রধারার মতন সহজসুষমাময়ী তনু দিয়ে শমীলতাছেদনের মতন তপঃকুশলতাসাধন।** অলঙ্কার নিদর্শনা। উক্তিটি দুষ্মন্তের।

(ix) মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ।" —গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

(x) "সুখে মোড়া দুখে ভরা কত বড় রচিয়াছ কৌশল,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকালফল।
সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শ াস কালো ব'লে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।"
—যতীন্দ্রনাথ।

(xi) "কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। **এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।"** —রবীন্দ্রনাথ।

'এখন'=আধুনিক; 'সে'='কাব্য'; 'সমস্তকে'='প্রাত্যহিক···বাস্তবতা'-কে। প্রকৃত বস্তু অপ্রকৃত বস্তু দুটিতেই 'এখন সে'—একই 'সে'। আধুনিক কাব্যকর্ত্তৃক 'সমস্তকেই আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চাওয়া' আর 'স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে না ছাড়া'—**অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ।** দ্যোতিত সাদৃশ্য এই: (যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক) স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে নিতে চাওয়ার মতন আধুনিক কাব্য আপন রসলোকে সমস্তকেই উত্তীর্ণ করতে চায়। 'সময়েও'—'ও' অব্যয়টির মধ্যে স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ করার ব্যঞ্জনা।

(xii) "হাসিখানি মুখেতে মিশায়;
নবীন মেঘের কোরে বিজুরী প্রকাশ করে,
জাতিকুল মজাইল তায়।" —জ্ঞানদাস।

—'হাসিখানি' কৃষ্ণের; উক্তিটি রাধার। পূর্ব্বরাগের পদ। 'মিশায়' আর 'প্রকাশ করে' দুয়েরই কর্ত্তা 'হাসিখানি'। নবীন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ প্রকাশ করা হাসির পক্ষে অসম্ভব। নবীন মেঘের কোরে বিজুরীপ্রকাশের মতন কালো মুখে হাসিখানি মিশায়। 'নবীন মেঘ' ব্যঞ্জিত করছে শ্রীকৃষ্ণের মুখের চিকন কালো বর্ণটিকে।